ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৮

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : অক্টোবর : ডিসেম্বর ২০১৬

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

আল-কুরআনে নৃবিজ্ঞান.....৭
ড. রহমান হাবিব

ইসলামের দৃষ্টিতে সময় ব্যবস্থাপনা: একটি পর্যালোচনা.....৩১
একিউএম ছফিউল্লাহ আরিফ

বাংলাদেশে গৃহকর্মী নির্যাতন: প্রচলিত ও ইসলামী আইনে এর প্রতিকার ব্যবস্থা.....৫৫
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যক্রম: একটি পর্যালোচনা.....৮৫
মূছা শাকীল

ইসলামে বিনোদন ব্যবস্থা: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ.....১০৭
ফারুক হোছাইন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকার একযুগ

আল হামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে একযুগ পেরিয়ে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল ১৩তম বছরে পদার্পণ করল। সেই হিসেবে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের এ সংখ্যাটি একযুগ পূর্তি সংখ্যা। ১৯৯৫ সনের জানুয়ারিতে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের এই যুগ পূর্তি মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। দীর্ঘ বারো বছরে একে অতিক্রম করতে হয়েছে বহু চড়াই-উৎরাই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইন সম্পর্কে ইতোপূর্বে একাডেমিক গবেষণার বস্তুনিষ্ঠ কোন উদ্যোগ ছিল না। অল্প-বিস্তর যাও ছিল সেগুলোতে আধুনিক চিন্তা-মননশীলতার পাশাপাশি ইসলামী আইনের গভীরতম উপলব্ধি ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটেনি। যার ফলে এদেশের শিক্ষাবিদগণের কাছে ইসলামী আইন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তাই ততোটা উপলব্ধি হয়নি। ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল কোন চমক দেখাতে পারেনি বটে কিন্তু অতিধীরভাবে হলেও বিপুল সংখ্যক শিক্ষাবিদ ও গবেষকের মধ্যে এ উপলব্ধি জোরালো করতে সক্ষম হয়েছে যে, ইসলাম সম্পর্কে উচ্চমানের গবেষণা সময়ের দাবি এবং এক্ষেত্রে গবেষণার তীব্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বললে অত্যুক্তি হবে না, আইন ও বিচার জার্নাল তার উদ্দেশ্যের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই বন্ধুর পথ চলায় যারা আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, নিজেদের মূল্যবান শ্রম ও মেধা ব্যয় করে জার্নালের প্রয়োজনে প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

এক যুগের এ পথ চলায় জার্নালটি প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্বব্যাপী আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থায় নানান পরিবর্তন। মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে এই পরিবর্তন বেশি প্রকট। এ সময়কালে ইসলামী আইন সম্পর্কে পশ্চিমাদের আগ্রহও বেড়েছে। বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী আইন গবেষণার জন্য খোলা হয়েছে ইনিস্টিটিউট, বিভাগ ও প্রোগ্রাম। উদাহরণস্বরূপ হার্ভার্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' স্কুল অধিভুক্ত Islamic Legal Studies Program এর নাম উল্লেখ করা যায়। ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ইসলামী আর্থিক আইন তথা ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে গবেষণা ও প্রয়োগ ব্যাপক ভিত্তিতে শুরু হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের প্রসার এবং ইসলামিক আর্থিক ইনুস্ট্রুমেন্ট তথা বন্ড, সুকূক, শেয়ারের প্রচলন দিন দিন ব্যাপকতা পাচ্ছে। তাত্ত্বিক গবেষণার পাশাপাশি ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগও দৃশ্যমান। বিশেষত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ধনী রাষ্ট্র ব্রুনাই দারুস সালাম তার সম্পূর্ণ আইনব্যবস্থা ইসলামীকরণের মাধ্যমে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তুরস্কেও ঘটেছে ইসলামী পুনর্জাগরণ। আইনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় নানা পরিবর্তনের সাথে সাথে গবেষণা রীতিপদ্ধতিতেও যুক্ত হয়েছে ভিন্নমাত্রা। বিগত একযুগে গবেষণা শাস্ত্রের উন্নতির প্রেক্ষিতে আইন গবেষণায় বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতির পাশাপাশি বিষয়সমীক্ষা বা কেস স্টাডি পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফলাফল সাধারণীকরণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় আইন গবেষণায় 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষাবিদ, আইনবিদ, অধ্যাপক ও গবেষকগণের মধ্যে মাতৃভাষায় ইসলামী আইন গবেষণার প্রেষণা তৈরি। যার ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত ইসলামের আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামী সমাধান সম্বলিত তিনশতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের শুরুতে জার্নালে অনুবাদ প্রবন্ধ স্থান পেলেও বর্তমানে শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষি গবেষকগণের মৌলিক রচনাই স্থান পায়। এছাড়াও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গবেষকগণের প্রবন্ধ প্রেরণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দীর্ঘ সময়কালে প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও উপদেষ্টা হিসেবে জার্নালটির সাথে যুক্ত হয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, গবেষক ও আইনবিদগণ। যারা বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন গবেষণাকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে 'ইসলামী আইন ও বিচার' বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা জার্নাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বাংলাদেশে জার্নালটির সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী গবেষণা পদ্ধতির ব্যাপক উন্নয়ন, গবেষণা মূল্যায়নের নতুন নতুন মানদণ্ড, ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ গবেষণার জগতে নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে। এসব দিক বিবেচনা করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালটির প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি অনলাইন ভার্সনও শুরু হয়েছে। যা এর ওয়েবসাইট http://www.islamiainobichar.com/-এ দেখা যাবে। যাতে Directory of Open Access Journals (DOAJ) এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জার্নালটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা যায়। এছাড়া গবেষণা প্রবন্ধের কাঠামো, উদ্ধৃতি উপস্থাপন পদ্ধতি, জমাদান ও রিভিউ প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সম্পাদনা পরিষদে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত খ্যাতিমান কয়েকজন গবেষককে সংযুক্ত করা এবং বিশ্বমানের একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা বোর্ড গঠন প্রক্রিয়াধীন। আশা করা যায়, আগামী এক বছরে এটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হবে।

গবেষণা ছাড়া কোন কিছুরই উন্নতি ঘটে না। তবে সব উন্নয়ন ও গবেষণা মানব জাতির জন্য উপকার বয়ে আনে না। যেমন বিজ্ঞানের কিছু গবেষণা মানব জাতির অকল্যাণ বয়ে এনেছে। ফলে গবেষণা কর্মের মধ্যে মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি শর্তযুক্ত করার দাবি এখন জোরালো হয়ে ওঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার বিষয়টি বাস্তব ও প্রমাণিত একটি বিষয়। আদর্শিক লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবগোষ্ঠীকে তার জন্মের স্বার্থকতা এবং সৃষ্টিকুলের কল্যাণে আত্মনিয়োগের বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের নিমিত্তেই এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালকে বিশ্বমানের জার্নালে উন্নীত করার মাধ্যমে এ দেশের গবেষণার মানোন্নয়ন এবং ইসলামের কল্যাণকে এ যুগের শিকড় সন্ধানী মানুষের কাছে তোলে ধরার একটি প্রয়াস মাত্র। রাব্বুল আলামীন এহেন উদ্যোগ ও চেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ